যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

AUG 28 2002

ঢাবি তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট

বিচারপতি তাফাজ্জাল ইসলামের নেতৃত্বাধীন তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে ২৩ জুলাই মধ্যরাতের সীমাহীন ধৃষ্টতাপূর্ণ অভিযানের হোতাদের সঠিকভাবেই চিহ্নিত করা হইয়াছে। এই অনাকাঙ্ক্ষিত ও দুঃখজনক ঘটনার দায়দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ প্রথমে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছিল। এমনকি হলে পুরুষ পুলিশের প্রবেশ ও ছাত্রীদের উপর নির্যাতন পরিচালনার ঘটনাকে বেমালুম অস্বীকার করিবার নির্লজ্জ ও দৃষ্টিকটু প্রয়াস চালানো হয়। কিন্তু সত্য চাপা থাকে নাই। ছাত্রীদের একটি আবাসিক হলে মধ্যযুগীয় বর্বরতায় দমন-পীড়ন পরিচালনা এবং উহার পরবর্তী কয়েকদিনে ক্ষোভে ফুঁসিয়া উঠা ছাত্রছাত্রী-শিক্ষকদের উপর দফায় দফায় হামলা ছিল কাণ্ডজ্ঞান ও বিবেকবর্জিত। তাহাদের বক্তব্য ও আচরণে স্ববিরোধিতাও তদন্ত কমিশনের নজর এড়ায় নাই। বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের প্রথমে নির্ধারিত এক সপ্তাহের সময়সীমা পরে আরও প্রায় তিন সপ্তাহ বাড়ানো হয়। তবে এই ধরনের একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনার বিষয়ে এই সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রকাশ নিঃসন্দেহে একটি বড় অর্জন। সবচাইতে বড় কথা আমাদের দেশে কোন ঘটনা তদন্তে হাইকোর্টের একজন কর্মরত বিচারপতির নেতৃত্বে কমিশন গঠনে ঝুঁকি থাকিলেও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এক ব্যতিক্রমী ও সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করায় সকলের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। এখন রিপোর্টের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ এবং সুপারিশসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। এই অনভিপ্রেত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন উপাচার্য প্রফেসর আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী ও প্রক্টর নজরুল ইসলামকে দায়িত্ব হইতে বিদায় লইতে হইয়াছিল। গেট ভাঙ্গিয়া ছাত্রীনিবাসে প্রবেশ ও ছাত্রীদের মারধর এবং একটি মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত মামলার ভিত্তিতে কয়েকজন ছাত্রীকে গভীর রাতে থানা হাজতে রাখিয়া শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন পরিচালনার জন্য দায়ী পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের একটি আবাসিক হলে গভীর রাতে হানা দেওয়ার ঘটনায় পুলিশের ভাবমূর্তি যথেষ্ট ক্ষুণ্ন হইয়াছে। তাহারা অপরাধীদের বিরুদ্ধে এবং ভিকটিমের পক্ষে অবস্থান গ্রহণে ব্যর্থ হইয়াছে। তাহাদের হুকুমদাতা কে বা কাহারা ছিল, এই বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা জরুরি। এমন কলংকজনক ঘটনার প্রকৃত হোতারা কোনভাবেই শাস্তি এড়াইতে পারে না। রাজনৈতিভাবে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর ব্যবহার এই নারকীয় ঘটনার জন্য বহুলাংশে দায়ী- কমিশনের অভিমত সরকার গুরুত্বের সহিত গ্রহণ করিলেই দেশের মঙ্গল। কমিশন এই ধরনের অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি পরিহারের জন্য সরকারকে ১৯৮৮-৮৯ সালের পুলিশ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করিবার পরামর্শ দিয়াছে। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে নয়, দেশের সর্বত্রই ইহার অনুসরণ আবশ্যক বলিয়া আমরা মনে করি। দলীয় রাজনীতিতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের অনাকাঙ্ক্ষিত সংশ্লিষ্টতা এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পটভূমি সৃষ্টি করিয়াছিল, তদন্ত কমিশনের এই পর্যবেক্ষণের সহিত দ্বিমত প্রকাশের কোন অবকাশ নাই। শিক্ষকদের একাংশের দলাদলি শুধু শিক্ষার পরিবেশই ক্ষুণ্ন করিতেছে না, শিক্ষার্থীদের সম্ভ্রম ও নিরাপত্তাও বিঘ্নিত করিয়া তুলিতেছে। ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণ ও মঙ্গলের চাইতে দলীয় রাজনীতির স্বার্থ সংরক্ষণ মুখ্য হইয়া উঠিবার কারণেই তাহাদের পক্ষে পিতৃতুল্য অভিভাবকের কাঙ্ক্ষিত অবস্থান গ্রহণ সম্ভব হয় না। ক্যাম্পাসকে জ্ঞানচর্চার প্রশান্ত অঙ্গনে পরিণত করিতে হইলে অবশ্যই এই পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটাইতে হইবে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদ অর্থাৎ উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে কমিশনের বাস্তবানুগ সুপারিশ সংশ্লিষ্ট সকলে উদার মনোভাব লইয়া বিবেচনা করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। সরকার কিংবা দলের প্রতি আনুগত্য নয়, উঁচু মানের দক্ষ ও নিরপেক্ষ একজন শিক্ষকেরই এই পরম সম্মান ও শ্রদ্ধার পদটি অলংকৃত করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদার অপপ্রয়োগ করিয়া কর্তৃপক্ষের দলীয় রাজনীতির স্বার্থ হাসিলে মনোনিবেশের কারণে দেশকে কম খেসারত দিতে হইতেছে না। উপাচার্য পদে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য একজন বরেণ্য শিক্ষাবিদের নির্বাচনের পথ সুগম করিতে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। তবে সরকার ও কর্তৃপক্ষের জন্য প্রথম কাজ হইতেছে বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়া দেওয়া। আর একটি দিনও বিলম্ব করা সঙ্গত নয়।